ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্ব—গুর্জর প্রতিহার-পাল-রাষ্ট্রকূট

খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে কনৌজের সিংহাসনে যশোবর্মনের উত্তরাধিকারীদের স্থলাভিষিক্ত হন আয়ুধবংশীয় নৃপতিগণ। এই বংশের বজ্রায়ুধ সম্ভবত ৭৭০ খ্রীঃ-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৭৮৩-৮৪ খ্রীঃ-এর পূর্বেই ইন্দ্রায়ুধ তাঁর স্থলে রাজা হন। চক্রায়ুধ ছিলেন কনৌজের পরবর্তী রাজা। আয়ুধ বংশীয় এই তিন রাজার নামই পাওয়া যায় কিন্তু এঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক আজও অজানা। আয়ুধ বংশীয় শাসনে কনৌজের ইতিহাসে দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ৭৭৯ - ৮০ খ্রীঃ নাগাদ কাশ্মীররাজ জয়পীড় বিনয়াদিত্য কনৌজ আক্রমণ করে বজ্রায়ুধ অথবা ইন্দ্রায়ুধকে পরাস্ত করেন। দ্বিতীয়ত, সমসাময়িক ভারতের তিন প্রথম সারির শক্তি, বাংলার পাল, মালব ও রাজপুতানার গুর্জর-প্রতিহার ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটের মধ্যে গাঙ্গেয় উপত্যকার কর্তৃত্ব ও বিশেষ করে সমৃদ্ধ নগরী কনৌজের অধিকার নিয়ে এক ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্বের ঘটনাবলী নিয়ে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত। রমেশচন্দ্র মজুমদার ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বের ঘটনাপরম্পরাকে নিম্নলিখিতভাবে সাজিয়েছেন।

পূর্ব ভারতের পাল ও পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার, উভয় শক্তিই উত্তরভারতে বিস্তারনীতি অনুসরণের ফলে এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। পালরাজ ধর্মপাল (৭৭৫-৮১২ খ্রীঃ) খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমদিকে রাজ্যবিস্তার শুরু করেন। একই সময়ে প্রতিহাররাজ বৎসরাজ (৭৭৫-৮০০ খ্রীঃ) উত্তর ও পূর্ব দিকে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় ছিলেন। গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলের কোনো এক স্থানে তাঁদের যুদ্ধ হয় ও ধর্মপাল পরাস্ত হন। ঠিক এই সময় রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব (৭৮০-৭৯৩ খ্রীঃ) উত্তরাভিমুখী অভিযানে নির্গত হয়ে বৎসরাজকে পরাস্ত করেন। দোয়াব পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ধ্রুব ধর্মপালকেও পরাজিত করেন। কিন্তু এ দুটি বিজয় ধ্রুব'র পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হয়নি। দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে তাঁর রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন বলে দ্রুত তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। গুর্জর-প্রতিহারগণ তখনও পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে উঠতে না পারায় ধর্মপালের সামনে কোনো প্রতিপক্ষ ছিল না। তিনি প্রায় বিনা বাধায় উত্তরভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে নেন।

পাললিপি অনুসারে ধর্মপাল জনৈক ইন্দ্ররাজাকে পরাস্ত করে কনৌজ অধিকার করেন ও নিজের মনোনীত চক্রায়ুধকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। চক্রায়ুধ ধর্মপালের সামন্তরাজে পরিণত হন। ইন্দ্ররাজা ও ইন্দ্রায়ুধ একই ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব

দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাওয়ার পূর্বে ইন্দ্রায়ুধকে তাঁর উত্তরভারতীয় রাজ্যাংশের দায়িত্বে রেখে যান। এর পর ধর্মপাল উত্তর ও মধ্য ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করেন। তবে মনে করা হয় পাঞ্জাব, পূর্ব রাজপুতানা, মালব ও বেরার পর্যন্ত ধর্মপালের কর্তৃত্ব বিস্তৃত থাকলেও এগুলি পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এগুলি ছিল সম্ভবত পাল-প্রভাবাধীন অঞ্চল।

ধর্মপালের এই অপ্রতিহত অগ্রগতি রুদ্ধ হয় প্রতিহাররাজ বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্টের অভিযানের ফলে। রাজপুতানা থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি চক্রায়ুধ ও ধর্মপালকে পরাস্ত করেন। পূর্বে মুঙ্গের পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব'র পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের উত্তরাভিমুখী অভিযানের ফলে অপর একবার গুর্জর-প্রতিহারদের সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন বিলীন হয়ে যায়। উত্তরভারতে প্রতিহার প্রভাব বৃদ্ধিতে, বিশেষ করে তাদের মালব দখলে তৃতীয় গোবিন্দ ভীত হয়েছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব পর্যন্ত পৌঁছে যান। ধর্মপাল ও তাঁর আশ্রিত চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূটরাজের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। তৃতীয় গোবিন্দের উত্তরভারত বিজয় সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এবারেও রাষ্ট্রকূট শক্তির পক্ষে দাক্ষিণাত্য থেকে সুদূর উত্তরভারতে আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। ফলে তৃতীয় গোবিন্দকে নিজদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। উত্তরভারতে ধর্মপালের আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকল না। ৮১২ খ্রীঃ-এ মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে উত্তর ভারতে বড় ধরনের আর কোনো প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হয়নি। গুর্জর প্রতিহারগণ এই সময়ে প্রধানত রাজপুতানা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিহারশক্তির পুনরুত্থান ঘটে। দ্বিতীয় নাগভট্ট সম্ভবত ধর্মপালের মৃত্যুর পর কনৌজ অধিকার করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী রামভদ্রের শাসন ছিল দুর্বল ও সংক্ষিপ্ত। পরবর্তী পালরাজ দেবপাল রামভদ্রকে পরাস্ত করলেও পরবর্তী প্রতিহাররাজ মিহিরভোজের কাছে পরাস্ত হন। খ্রীঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে মিহিরভোজ দেবপাল-পরবর্তী পালরাজদের দুর্বলতা ও রাষ্ট্রকূট রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে বুন্দেলখণ্ড অধিকার করেন ও কোনো এক পালরাজকে পরাস্ত করেন। ৮৬৭ খ্রীঃ-এ রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় ধ্রুব'র কাছে তিনি পরাজিত হন।

খ্রীঃ নবম শতাব্দীর ইতিহাসের উপাদান এখনও অপ্রতুল। অতএব সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে ওপরে বর্ণিত ঘটনা ও ঘটনাপরম্পরার যথার্থতা বিচার করা কঠিন। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আয়ুধ বংশের পতনের পর ও শেষ পর্যন্ত খ্রীঃ নবম শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিহারদের কনৌজ জয়ের ফলে যশোবর্মনের মৃত্যুর পর থেকে সেখানে দীর্ঘদিনের বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসান হয়। কনৌজের ইতিহাসে শক্তি ও সমৃদ্ধির এক নতুন যুগের সূচনা হয় যা প্রায় এক শতাব্দী স্থায়ী হয়েছিল।